ব্যক্তিসত্তার তত্ত্ব (Theories of Personality)

ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ তাঁদের মতামত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। মানুষের আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁরা যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন সেগুলিই ব্যক্তিসত্তার তত্ত্ব। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন তত্ত্বগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি তত্ত্ব—ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ-বাদ তত্ত্ব (Psychoanalytical Theory) এবং এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশের তত্ত্ব (Psycho-Social Development Theory) এখানে আলোচনা করা হল।

ব্যক্তিসত্তার মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব (Psychoanalytical Theory of Personality)

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ জন্মলাভ করেছে। চিকিৎসার সময় তিনি মানুষের আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানব মনের গভীরে এক বৈচিত্র্যের সন্ধান পান। মানুষের অচেতন মনের রহস্যময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করেই এটি গড়ে উঠেছে। এই মনঃসমীক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার তত্ত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমত, ব্যক্তিসত্তার সংগঠন (Structure of Personality) সম্পর্কে তত্ত্ব ; যেটির অন্তর্গত হল ইদম্ (Id), অহম্ (Ego) এবং

অধিসত্তা (Superego)। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল, ব্যক্তিসত্তা বিকাশে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া (Personality dynamics)—এখানে চেতন ও অচেতন মনের অভিপ্রায় (motive) এবং অহমের প্রতিরক্ষা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তৃতীয় তত্ত্বটি হল, মানসিক-যৌন বিকাশ (Psycho-sexual development) যেখানে বিভিন্ন প্রেষণা ও দেহের নানা অংশ শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরিণত বয়সেও ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের ক্ষেত্রে তা প্রভাবিত করে।

১. ব্যক্তিসত্তার সংগঠন (Structure of Personality)—ইদম্ (Id), অহম্ (Ego) ও অধিসত্তা (Super ego)

ফ্রয়েড ব্যক্তিসত্তা গঠনে পরস্পর সংলগ্ন ইদম্, অহম ও অধিসত্তা—এই তিনটি অংশের কথা বলেছেন।

ইদম্ (Id) ঃ এটি আদিম অংশ। জন্মের সময় থেকেই এটি থাকে। জৈবিক কামনা বাসনার দ্বারা ইদম্ পরিচালিত হয়। যে যৌনতামূলক শক্তির দ্বারা এটি চালিত হয়, সেই শক্তিটিকে বলা হয় লিবিডো (libido)। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয় স্থল। ফ্রয়েডের মতে ইদম্ সুখ ভোগের নীতি (pleasure principle) দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনো নীতি নিয়ম না মেনে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে, নৈতিক ভালোমন্দর কথা বিবেচনা না করে নিজের ইচ্ছা সে পূরণ করতে চায়। অথচ নিজের ইচ্ছা ইদম্ সরাসরি পূরণ করতে পারে না কারণ ইদম্ সম্পূর্ণভাবে অচেতনে অবস্থিত। তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে একমাত্র অহম্।

অহম্ (Ego) ঃ শিশু যখন বাস্তবের সংস্পর্শে আসে তখন ইদমের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অহমের সৃষ্টি হয়। একজন ব্যক্তির ব্যবহার ও চিন্তাধারা অহমের দ্বারা নির্ণীত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির কর্মসম্পাদন (executive function) অহমের দ্বারা পরিচালিত হয়। অহম্ বাস্তবের নীতি (Reality principle) দ্বারা চালিত হয়। সমাজ অনুমোদিত পথ ধরেই তাই সে এগিয়ে চলে। বাস্তবসম্মত উপায়ে ইদমের চাহিদা সে পূরণ করতে চেষ্টা করে। বাস্তবের অনুশাসন তাকে মেনে চলতে হয়, তাই ইদমের সব দাবি সে তৃপ্ত করতে পারে না। ইদমের অসামাজিক ইচ্ছা পূরণের জন্য বিরামবিহীন চাপ একদিকে, আর অন্যদিকে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার তাগিদের মধ্য দিয়ে অহমের চিন্তন কৌশল বিকশিত হয়। অহম্ ইদমের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় সাধন করে। অহমের কিছুটা অংশ চেতন আর কিছুটা অংশ অচেতনে অবস্থিত।

অধিসত্তা (Super ego) ঃ শিশুর শিক্ষা, সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতির ফলে অহমের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অধিসত্তার সৃষ্টি হয়। অধিসত্তার বেশিরভাগ

অংশটাই অচেতনে আর অল্প কিছু অংশ চেতনে। অধিসত্তাকে চলতি কথায় আমরা বিবেক বলতে পারি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নীতিবোধ এবং মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া নৈতিক শিক্ষা অধিসত্তা অর্জন করে। ইদমকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কোনো অসামাজিক ইচ্ছা অহম্ পূরণ করতে চাইলে অধিসত্তার দ্বারা তাকে সমালোচিত হতে হয় এবং সেই আচরণ থেকে তখন ইদম্ বিরত হয়। সদর্থক মূল্যবোধ এবং নৈতিক আদর্শ দ্বারা অধিসত্তা পরিচালিত হয়। ফ্রয়েড অধিসত্তাকে 'ego ideal' বলেছেন। বস্তুত শিশুর মধ্যে অধিসত্তা জাগ্রত হবার সাথে তার নৈতিক বিকাশও শুরু হয়।

ইদম্, অহম্ ও অধিসত্তা এই তিনটি শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যক্তিকে চলতে হয়। আর তা না পারলে ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয় দেখা যায়।

যে ব্যক্তির অহম্ শক্তিশালী সেই ব্যক্তি দৃঢ় ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হন কারণ অহম্ অধিসত্তার ও ইদমের ইচ্ছার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

যে ব্যক্তির অহম্ দুর্বল তার ব্যক্তিসত্তাও দুর্বল হবে এবং সঙ্গতিবিধানেও সে অসমর্থ হবে। অহমের থেকে অধিসত্তা অধিক শক্তিশালী হলে অবদমিত কোনো কামনা বাসনাই চরিতার্থ লাভ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা উদ্বায়ু (neurotic personality) রোগগ্রস্ত হবে। আবার অন্যদিকে ইদম্ অহমের থেকে বেশি শক্তিশালী হলে সেই ব্যক্তি অনৈতিক এবং আইনবিরুদ্ধ কাজ বা আচরণ করবে ফলে সেই ব্যক্তি অপরাধপরায়ণ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হবে।

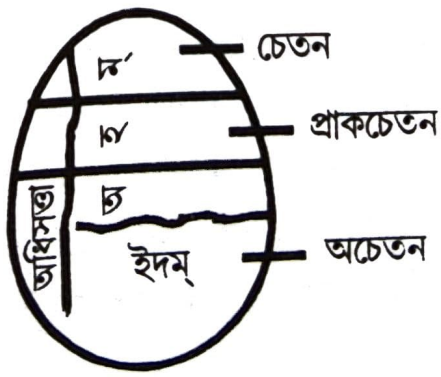

মনের সংগঠন

২. বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া এবং চেতনের মাত্রা (Personality Dynamics and Levels of Consciousness)

ফ্রয়েডের মতে ইদম্, অহম্ ও অধিসত্তার পরস্পরের ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে।

অহম্‌কে ইদম্ ও অধিসত্তা এই দুজনের চাহিদাই মেটাতে হয় এবং এই দুই চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। ইদম্ তার চাহিদা মেটানোর জন্য অহম্‌কে বিরামবিহীন চাপ দিতে থাকে অন্যদিকে অহম্ কোনো অনৈতিক কাজ করতে গেলে অধিসত্তা তাকে সমালোচনা করে এবং অপরাধ বোধের দ্বারা তাকে পীড়িত করে। আমাদের আচরণ প্রভাবিত হয় জৈবিক কামনা বাসনার তাড়না (ইদম্) এবং সামাজিক ন্যায় ও নীতিবোধের (অধিসত্তা) দ্বারা। এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে মধ্যস্থতা করে অহম্।

ব্যক্তি কেন অযৌক্তিক কাজ করে থাকে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য ফ্রয়েড তিনটি চেতনার স্তরের উল্লেখ করেন। সেগুলি হল, চেতন (Conscious), প্রাক্-চেতন (Pre-conscious) এবং অচেতন (Unconscious)।

চেতন (Conscious) ঃ যে সব ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা সচেতন, সেটিকেই চেতন বলে। চেতন স্তরটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। কিছু চিন্তাধারা ও বস্তু যেগুলি আমাদের চারপাশে আছে সেগুলিই চেতন।

প্রাক্-চেতন (Pre-conscious) ঃ চেতনের ঠিক নীচে এবং চেতন ও অচেতনের মধ্যবর্তী স্তরটি হল প্রাক্-চেতন। অনেক ঘটনা ও বিষয়বস্তু আমাদের মনে নেই কিন্তু ইচ্ছা করলেই মনে করতে পারি, সেগুলির অবস্থান হল প্রাক্-চেতনে।

অচেতন (Unconscious) ঃ অচেতনে থাকে কিছু চিন্তাধারা, ব্যক্তি, বস্তু, স্মৃতি, অভিপ্রায় যেগুলি সহজে অমরা মনে আনতে পারি না। ইদম্ থাকে সম্পূর্ণভাবে অচেতনে। অহম্ এবং অধিসত্তা চেতনার তিনটি স্তরেই অর্থাৎ অচেতন, প্রাক্-চেতন ও চেতন—এই তিনটিতেই অবস্থান করে।

মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে অচেতন অবস্থিত। Iceberg বা হিমশৈলর ভাসমান চূড়াটুকু যেমন মোট আয়তনের প্রায় নয় ভাগের একভাগ, তেমনি চেতন মনটিও অচেতন মনের একটি অংশমাত্র। হিমশৈলর মতো আমাদের মনের বেশিরভাগটাই অচেতনে অবস্থিত। অচেতনে নিহিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদিও আমরা অবগত নই কিন্তু আমাদের সচেতন আচরণ ও চিন্তাধারার উপর এগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

অচেতনে থাকে নগ্ন কামনা-বাসনা। চেতন মন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই কামনা-বাসনাগুলি অচেতনে আশ্রয় পায়। যে চিন্তাগুলি নিষিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নয় অথবা আমাদের কাছে দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক এইরূপ কিছু ধারণা, স্মৃতি এবং অনুভূতি চেতন মন থেকে নির্বাসন দিয়ে অচেতনে অবদমন (repression) করি। অবদমিত বস্তুগুলি অচেতনে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে।